গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আধুনিক চিন্তাবিদদের কিছু মন্তব্য ও তার পর্যালোচনা

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আধুনিক চিন্তাবিদদের কিছু উক্তি

- **শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানীঃ** প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা একটি শিরকী ও বস্তুপুজক ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের নীতিবিরোধী। তিনি আরো বলেন,

فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به وكل ما خالف شرع الله فهو طاغوت ....ومن يقل إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثم فلا مانع من الانتخابات يقال له ليس صحيحا أنه لم يثبت ذلك في الشرع، فما فعله الصحابة من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها طرق شرعية، وأم طريقة الأحزاب السياسية فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع لها ضوابط وتؤدي إلى تولية غير المسلم وليس أحد من الفقهاءيقول بذلك-(مجلة الأصالة، العدد ٢ ص :٢٤ وعنه حكم الإسلام في الديمقراطية ص٢٧ :٢٩)

অর্থাৎ 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটো বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। একটি আল্লাহর উপর ইমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি ত্বাগুতের (আল্লাহর নির্দেশিত পন্থার বিরোধী ব্যবস্থা) প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর ভিত্তিশীল। ... যদি কেউ বলে যে, শাসক নির্বাচনের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই অতএব নির্বাচনে অংশগ্রহণ দোষনীয় নয় তবে তার উত্তরে বলা যায় যে, শরীয়তে ইহা সাব্যাস্ত হয় নি- এ কথা সঠিক নয়। কেননা ছাহাবীরা নেতৃত্ব নির্বাচনের যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সেসবই শরয়ী' পদ্ধতি। এছাড়াও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর পদ্ধতি বেঠিক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাদের এ বিষয়ে নির্ধারিত নীতিমালা নেই। ফলে তা একজন অমুসলিমকে নির্বাচিত করাকেও সমর্থন দেয়। কোন বিদ্বান এ ধরণের কথা বলেন নি।'

- **আবু কাতাদা উমার বিন মাহমুদ** বলেন, 'জেনে রাখা উচিৎ যে, যে সব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখাতে চায় তাদের প্রচেষ্টা

যিন্দিকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফরী গোপন রাখে) মত যারা মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলে। যদিও ইসলামে গণতন্ত্রের মত শাসক নির্বাচনে জনগণের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তবে পার্থক্য হলো- ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগনের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব।' *(আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ ১০৩-১০৪)*

- **মুহাম্মাদ কুতুব বলেন,** 'লিবারেল গণতন্ত্রে কি মানুষের জীবন পরিচালনায় এক আল্লাহকে মা'বুদ হিসাবে স্বীকার করা হয় নাকি বহু ইলাহের আনুগত্য করা হয়? প্রত্যেকেই বলতে বাধ্য হবেন সেখানে একক প্রভূ হিসাবে আল্লাহর আনুগত্য করা হয় না। ..আল্লাহর দাড়িপাল্লায় বিধান হলো দুটি- একটি হল আল্লাহর বিধান আপরটি জাহিলিয়াতের বিধান(সূরা মায়েদা-৫০)। গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয় সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান। আমরা অনেক মানুষকে জানি যারা গণতন্ত্রকে জাহেলী বিধান ভাবতে বিস্ময়বোধ করেন, জোর গলায় তার প্রতিবাদও করবেন, শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই নন বরং অনেক ইসলামপন্থীরাও।' *(ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম পৃঃ ৬৪-৬৫)*

- **আল্লামা শানক্বীতী** এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় প্রণীত মানবরচিত বিধিবিধানকে যা শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছে সে নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক।' *(আযওয়াউল বায়ান, পৃঃ ৭/১০৫-১০৭, ৪/৬৬)*

- **শায়খ আদনান আলী আন-নাহভী** বলেন, **গণতন্ত্র সমাজের মুখ থেকে, অন্তর থেকে, চেতনা থেকে ইসলামের শক্তিকে সমূলে বিদুরিত করার জন্য একটি অস্ত্র।** গণতন্ত্র তার ধ্বংসকারী মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হিসাবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণে, জনগণের নীতি সুরক্ষায় সমাজে আরোপ করছে। আর সেসব মূলনীতিকে বিধিবদ্ধ আইন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচিতির মাঝে কাঠামোবদ্ধ

করেছে।.’... আর সময়ের ব্যবধানে এই নীতিগুলো বহুজনের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটিয়ে চলেছে। ফলে যত্রতত্র এর গুণগানে কিছু মুসলমান মাতোয়ারা হয়ে উঠছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার ‘দ্বীন থেকে রাষ্ট্রকে পৃথকীকরণ’ নীতি পরিষ্কারভাবে কুফরী। *(আশ-শুরা লা আদ-দিমুকরাতিয়াহ, পৃঃ ৪৯-৫২)*

- **আবু মুহাম্মাদ আছেম আল-মাকদাসী** বলেন, **‘এটি মোটেও ইজতিহাদী বিষয় নয় যেমনটি কিছু মিষ্টিমুখ ব্যক্তি বলতে চান, বরং এটি স্পষ্টভাবেই শিরক ও কুফরী।**’ *(আদ-দিমুকরিয়াতু দ্বীনুন। পৃঃ ২)*

- **জনাব আব্দুল গণী** গণতন্ত্রের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, ‘গণতন্ত্র মানবরচিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মের বিসর্জন এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে নিরংকুশ স্বাধীনতা প্রদান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন আসমানী জীবনবিধানের প্রভাবমুক্তভাবে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মানবীয় চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। মহাবিশ্ব, জীবনধারা ও মানবতার প্রতি ইহার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন।’ *(ইসলামপন্থীগণ ও গণতন্ত্রের মরীচিকা ২/১৭)*

الديمقراطية منهج وضعي بشري علماني قائم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وإطلاق الحريات بغير قيد وعلاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتوجهات فكرية وثقافية، وممارسات في العلاقات الإنسانية وسوى ذلك، نابعة كلها من حثالات العقول البشرية دون الرجوع إلى أي دين سماوي، إنها نظرة للكون , الحياة والإنسان منفصلة انفصالا كليا عن الإسلام وغيره من الأديان‘ (الإسلاميون وسراب الديمقراطية– ١٧ /٢)

- **হাসানুল বান্না-** গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ইসলামী মূল্যোবোধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।.. আমরা আজ ব্যাপকভাবে ব্যাক্তি স্বাধীনতার নামে প্রচারিত এই বিজাতীয় আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছি। অথচ এই গণতন্ত্র, এই স্বাধীনতা কখনই অর্জিত হয় না বরং তার অর্থ দাড়িয়েছে- মানবঐক্য বিনষ্টকরণ ও অন্যের স্বাধীনতা হরণ।

- **সাইয়িদ কুতুব- حاكمية العباد للعباد** -অর্থাৎ (গণতন্ত্র হোক, সমাজতন্ত্র হোক, একনায়কতন্ত্র হোক সবগুলোই যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো) **মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব** *(ফি যিলালিল কুরআন ৩/১৮৬, সূরা আ'রাফ ১০)।*

- **মহাকবি ইকবাল-** গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরাচার দৈত্যের মতো তান্ডবনৃত্য চালাচ্ছে। অথচ তাকেই মনে করা হয় স্বাধীনতার নীলপরী! গণতন্ত্রের একমাত্র কাজ হলো ধনীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য গরীবকে শোষণ করা। সেক্যুলার গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা কখনোই উত্তম হতে পারে না।' তিনি বলেন, **গণতন্ত্র রাজনৈতিক বিভক্তির জন্য একটি নগ্ন তরবারী। এটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ। এটি মানুষের মাথা গণনা করে কিন্তু তার মেধাকে যাচাই করে না। দুই হাজার গাধার মেধা একজন মানুষের মেধা তৈরী করতে পারে না।**

- **মাওলানা মওদূদী-** '...ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা উহাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি এবং নৈতিক চরিত্রের দৃঢ় নীতিমালার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে লাগামহীন ও দায়িত্বহীন ও প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করে দিয়েছে। অতঃপর জাতীয়তাবাদ এসে উহাকে কঠোর রূপে জাতীয় আত্মস্বার্থপর অন্ধ গোঁড়ামী এবং জাতীয় গৌরব অহংকারের নেশায় মাতাল করে তুলেছে। আর এখন গণতন্ত্র এসে উহার সাথে জুড়ি হয়ে এসব লাগামহীন মাতাল ও প্রবৃত্তির গোলামদের ইচ্ছা-আকাংখাকে আইন প্রণয়নের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে।' *(ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র, পৃ-১৮)*

- **মাওলানা আব্দুর রহীম-** 'মৌলিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের মূলেই রয়েছে মানবীয় স্বার্বভৌমত্ব। আর মানবীয় স্বার্বভৌমত্ব কখনও ব্যক্তি-ভিত্তিক, কখনও চলে সমষ্টি-ভিত্তিক।' *(প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য পৃ-১১)*

- **আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী** - (পাকিস্থানের প্রস্তাবিত 'ইসলামের নির্দেশিত গণতন্ত্র' সম্পর্কে) 'বর্তমান সময়ে ওয়াইন এন্ড ফুডের হোটেল, রেস্তোরা, বিড়ি, সূদী লেনদেনের প্রতিষ্ঠান .. .. .. থেকে আরম্ভ করিয়া ন্যাশনালিজম ও সোশিয়ালিজম পর্যন্ত 'ইছলামি' সাইনবোর্ড ও লেবেলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইসলামী ও কুফরী ব্যভিচার, ইসলাম ও কুফরী ন্যশনালিজম ও সোশিয়ালিজমের মধ্যে

প্রভেদ করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ ইছলামি ও কুফরী গণতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সুগঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইছলামি গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা কাহারো সাধ্যায়াত্ম নয়। *(প্রবন্ধ-* ***গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি****, তর্জুমানুল হাদীছ ১/২ সংখ্যা, ১৯৪৯ইং, পৃঃ ৮৫)*

- **'ইছলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক যদি কোন ইঙ্গিত থাকে তজ্জন্যে 'গণতান্ত্রিক ইছলাম' নামে কোন বস্তু পরিকল্পিত হতে পারে না**।' *(ঐ, পৃঃ ৮৬)*

- 'দুনিয়ার বাযারে গণতন্ত্রের যে বেসাতির তেজারৎ চলিতেছে , ইছলামের সহিত তাহার আপোষহীন বৈষম্যের জন্য তাহাকে ইছলামি মার্কা দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য প্রস্তাবের রচয়িতাগণ বোধ করিয়া থাকিলে, সেরূপ গণতন্ত্রকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া শুদ্ধি করাইবার আবশ্যক কি ছিল? **প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রসমূহ কেবল গণতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রে বিভক্ত নয়, পঞ্চমশ্রেণীর আর এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যাহার নাম ইছলামি রাষ্ট্র। ইছলামি রিয়াছৎ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, উহা রাজতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুরোহিত তান্ত্রিক নয়, এই পঞ্চবিধ রাষ্ট্রের অমিশ্রযোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক।'** *(ঐ, পৃঃ ৮৬)*

- 'পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণবৃত্তি আমাদের মানসলোক এতদূর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, অদলীয় শাসনরীতির (No party system) কথা আমরা কল্পনা করিতে চাইনা, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে নানা দলের অস্তিত্ব ও তাহাদের পরস্পর বিরোধী কর্মসূচির দরুন অধিকার ও ক্ষমতা লাভের যে অপরিসীম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় এবং বর্তমান গণতন্ত্রের যাহা অনিবার্য শোচনীয় পরিণতি তাহা কাহারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়।.. .. ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রচলিত গণতন্ত্রের বিষময় ফলের কথা ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতেছেন। *(ঐ, পৃঃ ৮৭)*

- **আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস্ (**১৯৭২-) *জ্যামাইকা* **ঃ** গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের আচরিত মানবতাবাদী আদর্শ যার মূলে রয়েছে ডারউইনের থিউরি। এ থিউরি অনুযায়ী যোগ্যতমেরই কেবল বেচে থাকার অধিকার রয়েছে এবং তাদের কর্তৃত্বই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বর্তমান

পৃথিবীতে শক্তিবলে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যবিশ্ব। আর সামন্তবাদী ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দুঃসহ অভিজ্ঞতা বহন করার পর আজ গণতন্ত্রই তাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য আদর্শে (যদিও এটি প্রাচীন গ্রীক কর্তৃক প্রবর্তিত) পরিণত হয়েছে। যেহেতু আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র তাদের নিকট স্বীকৃত অন্যদিকে তারা নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে যোগ্যতম মনে করে তাই তারা ডারউইনি থিইরী অনুযায়ী এ আদর্শকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা চায়। পৃথিবীর সকল দেশে তারা ইতিবাচক সাড়া পেলেও কেবল মুসলিম দেশগুলোতে এ আদর্শের পূর্ণ প্রবর্তন করতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলো নিয়ে এটাই তাদের মাথাব্যাথার মূল কারণ।

মূলতঃ গণতন্ত্র কেকের উপরস্থিত ক্রিম। মূল অংশ তথা কেকটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ কারণেই দেখা যায় কোন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সামরিক বা স্বৈরাচারী সরকার থাকলেও যদি সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতি প্রতিফলিত হয় তবে পাশ্চাত্যে সে সরকারকে খারাপ চোখে দেখা হয় না। তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম মানুষের কিছু অবাস্তব অতীন্দ্রীয় কল্পনার সমষ্টি। অতএব আচার বিভিন্ন হলেও সকল ধর্ম মূলতঃ এগুলো একই গোড়া তথা মানবীয় কল্পনা থেকে উৎসারিত। মৌলিকভাবে সবগুলোই মানুষের তৈরী বিশ্বাস বা কুসংস্কার,অন্যকথায় যেগুলোকে বলা যায় লোকজ বা অন্ত্যজ সংস্কৃতি। তাই পাশ্চাত্য যে যা বিশ্বাস করুক না কেন তাকে সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে ‘ধর্মপালনের স্বাধীনতা’র নামে তাদের পরিতুষ্ট করে। আর এতে অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ সব ‘কুসংস্কারে’র অনুপ্রবেশ করছে না বলে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের ফলেই তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে একে অযৌক্তিক মনে করে, কেননা সকল ধর্মবিশ্বাস একই উৎসে মূলীভূত। কোন যুক্তিতে একটা অপরটার উপর প্রাধান্য পাবে? এটি সাম্য, উদারতা, সহিষ্ণুতার নীতি বহির্ভূত। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রনীতি গণতন্ত্র আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে যাকে আধুনিক দুনিয়ার জন্য একমাত্র সমাধান এবং ‘সুপিরিয়র মরালিটি’ মনে করা হয়। আর এজন্যই ডারউইনী থিওরী অনুসরণে সারাবিশ্বে তার প্রতিষ্ঠা দেওয়াকে তারা অপরিহার্য মনে করছে।

আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, **কোন সিস্টেম তা যদি ধর্মনিরপেক্ষতানির্দেশক হয় তবে তা সরাসরি ইসলামবিরোধী। এখানে মধ্যবর্তী কিছুর অস্তিত্ব নেই। একজন মুসলমানের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ কোন ক্ষেত্র নেই।** কেননা ইবাদতের অর্থই হলো যা কিছুই করা হবে তা শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই। অন্য ধর্মগুলো মানবতার ধর্ম (Man-made) বলে পরিচিত। সুতরাং গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের যে সূচক তা হলো- গণতন্ত্রে (Human System) সুনির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ কোন ব্যবস্থা স্বীকৃত নয়; হোক তা কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা সাধারণ নীতি; বরং আইন সবসময়ই সেখানে পরিবর্তনযোগ্য। `consenting adult' তথা প্রাপ্তবয়স্কের ইচ্ছাই গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। অন্যদিকে ইসলামে (Devine System) ধর্মই মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনা করে এবং ধর্মকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা হয়। সুতরাং এ দুটোর মধ্যে কোন কমপ্রোমাইজিং প্রিন্সিপল অবলম্বনের অবকাশ নেই।

ইদানিং 'মডারেট' ইসলামপন্থীরা ইসলামী গণতন্ত্র কথাটি উল্লেখ করছেন। মূলতঃ এটা অসম্ভব। কেননা গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের শাসন। অর্থাৎ জনগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবকিছু চলবে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের। আর ইসলামে এক্ষেত্রে মূল ক্ষমতাধর হলেন আল্লাহ এবং তার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের নিকট পথপ্রদর্শক হলেন রাসূল (ছাঃ)। আর পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামের নীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর এটি নির্ভরশীল নয়। সৃষ্টির ইচ্ছার পরিবর্তনে স্রষ্ঠার ইচ্ছা পরিবর্তযোগ্য নয়। এ জন্য ইসলাম ধর্ম পাশ্চাত্যের নিকট 'মৌলবাদী', মানবতার স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী ধর্ম হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীরা ধর্মের প্রত্যক্ষ গুরুত্ব স্বীকার না করলেও তাদের আইনের মূলনীতিগুলো তাওরাতের 'দশ নির্দেশ' থেকে গ্রহণ করেছে। আবার ব্যভিচারকে তারা সিদ্ধ করেছে, যদিও সেটা বাইবেলের নীতি বিরোধী। বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, নীতি হিসাবে বাইবেলের পরোক্ষ কিছু ভূমিকা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে তার কোন গণতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই। কেননা গণতন্ত্রে

আনুষ্ঠানিক ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রবর্তিত বা গৃহীত নীতিই মূলতঃ ধর্ম।

এখানে প্রশ্ন আসে, ইসলাম এবং তার নীতিমালা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকা স্বত্ত্বেও আজ পৃথিবীর মুসলমানরা কেন পশ্চিমা কালচার, মূল্যোবোধকে নিজেদের কালচার, মূল্যোবোধে পরিণত করছে- এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আজ সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে। ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, কাশ্মির বা ইরাক প্রভৃতি মুসলিম দেশ পশ্চিমাদের হাতে চলে যাওয়া এটা মূলতঃ কোন সমস্যা নয়, বরং আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা তা হলো, মুসলমানদের নিকট থেকে ইসলাম হারিয়ে যাওয়া। ইসলামের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে মুসলমানরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পূর্বপুরুষের কালচারকে বা স্ব স্ব দেশীয় কালচারকে চর্চা করতেই উৎসাহবোধ করছে। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ তাদের ঘিরে ফেলেছে। নিজেদের মুসলমান বলার চেয়ে সোমালী, পাকিস্থানী, লেবাননী বলে পরিচয় দিতেই তারা বেশী গর্ববোধ করছে। এতসব বিভক্তিকে জারি রেখে আমরা কিভাবে একক মুসলিম উম্মাহ হিসাবে পরিচয় দিব? অপরদিকে এ সুযোগে পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের এই অধঃপতনের ন্যক্কারজনক দিকগুলো বেশী করে ফোকাস করছে। রাসূল বলেন, **لَئِنْ أَنْتُمْ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ** – অর্থাৎ যদি তোমরা ঈনা বিক্রয় কর, ষাড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তওবা করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না। (আবু দাউদ, হা/৩০০৩; আহমাদ, হা/৫৩০৪) সুতরাং মুসলমানদের আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রকৃতরূপে ইসলামের কাছে ফিরে আসা। তবেই তারা গ্লোবাল ওয়েস্টার্ন কালচার তথা বিশ্বব্যাপি পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার নৈতিক যোগ্যতা লাভ করবে। এজন্য আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিজেদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নেক্সট জেনারেশনকে সে আক্বীদার উপর উত্তম রূপে গড়ে তোলা। কারো অপেক্ষা না করে আমাদের নিজ থেকেই এই প্রাকটিস্

শুরু করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই এ ক্ষেত্রে আবদান রাখার সমান সুযোগ রয়েছে। এভাবেই আমরা সামষ্টিক প্রচেষ্টার (কালেকটিভ ইফোর্ট) মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন (কালেকটিভ চেঞ্জ) আনতে সমর্থ হব ইনশাআল্লাহ। *(Mankind in crisis, VCD)*

- **আব্দুর রহীম গ্রীন** (১৯৬৪-) ***ইংল্যান্ড* ঃ** যে আইন ও বিধান মানবের সার্বভৌমত্বে রচিত তার সাথে কিভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে প্রবর্তিত আইন ও বিধানের সাথে তুলনা করা যায়? আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যে আইন মানুষকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেয় যে, এটা নিষিদ্ধ, এটা নিষিদ্ধ নয়- সে আইনে মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর মত বিধানদাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর আল্লাহর সমমানে অন্য কাউকে স্থির করা নিঃসন্দেহে শিরক। এই নীতিকে যে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে সেও নিঃসন্দেহে কাফির। সুতরাং বেসিক পয়েন্টে ইসলাম গণতন্ত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। আর যদি বলা হয় গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের বিপরীত সিস্টেম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এটা কেবল একনায়কত্বের বিপরীতে সাধারণ জনগণ নির্বাচিত সরকারপ্রথা তবে আমি বলব, এরূপ গণতন্ত্রকেও ইসলামীকরণ করার প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহর বিধানের অধীনে ন্যায়পরায়ণ ও সুশৃংখল শাসনবিন্যাস ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে যার অবস্থান আজকের গণতান্ত্রিক ন্যায়পরায়নতার বহু উর্ধ্বে। রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মডেল। তিনি প্রতিটি কাজে অভিজ্ঞ ছাহাবীদের মতামত নিয়ে করেছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকটি মানুষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কারণ প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মানুষ জ্ঞানবান নয়। এটা সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বুঝা যায়। এই ন্যায়পরায়নতার শাসনকে গণতন্ত্র কেন বলতে হবে? এটা সততঃই কি ইসলাম নয়? কেন বলতে হবে যে ইসলাম গণতান্ত্রিক? সমাজের একটা প্রি-ডমিনেন্ট কালচারের সাথে ইসলাম সামঞ্জস্যশীল- তা প্রমাণ করা এতো প্রয়োজনীয় কেন? কেন এই হীনমন্যতা? এটা কি এমন ব্যাপার নয় যেমন বৈধ বিবাহের সাথে পতিতাবৃত্তিকে তুলনা করা। অর্থাৎ এটা কি বলা যায় যে, পতিতাবৃত্তি তো বৈবাহিক সম্পর্কেরই মতো? সুতরাং আমি কষ্ট অনুভব করি যখন **কোন মুসলমান বলেন যে, ইসলামে গণতন্ত্র রয়েছে। ব্যাপারটা এমন দাড়ায় যে, ইসলামে কুফর রয়েছে।** অবচেতনভাবে আমরা এগুলো করে চলেছি এ জন্য যে, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক দিক দিয়ে আমরা অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্যের আধিপত্য স্বীকার

করে নিয়েছি। অনেকে বলছি, ইসলাম যেহেতু সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য অতএব একবিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতার যুগের সাথে ইসলামকে এ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এটা ভূল, কারণ আল্লাহ মানুষকে পাঠিয়েছেন সকল সময় সকল স্থানে যথাসাধ্যরূপে তাঁর ইবাদতের জন্য। তাই যদি আধুনিক সমাজের কোন কিছু ইসলামের প্রতিকুলে যায় তবে সে আধুনিকতাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। মূলতঃ বর্তমানে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে তার সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা রয়েছে- এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা সেগুলো মূলতঃ ইসলামেরই উত্তরাধিকার। উদাহরণতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসপ্রথা আমেরিকার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইসলাম এর বহু পূর্বেই এই প্রথার ভিত্তি উৎপাটন করেছে। অনুরূপভাবে সামন্তবাদ, বর্ণবাদ প্রথার ক্ষেত্রেও বলা যায়। এভাবে বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ন্যয়বিচার, জবাবদিহিতা, মানুষের পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কে সর্বপ্রথম বিপ্লব সাধন করে। অবশ্যই ইসলাম। সমস্ত জাতি, পেশার মানুষকে কে এককাতারে নিয়ে আসে। অবশ্যই ইসলাম। ইসলামের এসব নীতি অমুসলিমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছে আর সেগুলোকেই আমরা তথাকথিত গণতন্ত্র মনে করে হাহুতাশ করছি। এর কারন হলো, আমরা মুসলমানরা ইসলামের নীতিমালাগুলো থেকে দিন দিন দুরে সরে যাচ্ছি। আমরা একে অপরকে গালিগালাজ করছি, বিদ্বেষ পোষণ করছি, তাদের নামে মিথ্যা গল্প তৈরী করছি। এগুলো কি ইসলাম? এগুলো কি ন্যয়বিচার? অন্যদিকে অকারণে মনে করছি যে, আমাদের ধর্মকে সময়ের সাথে কম্প্রোমাইজ করে চলতে হবে। প্রয়োজনে দ্বীনে কিছু বিধিবিধান পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রচলিত গণতন্ত্র আজ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এটা কিছু মানুষকে বোকা বানানোর নীতি। আমার বিশ্বাস এ নীতি আর অতি অল্পদিনই টিকে থাকবে। বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে পাশ্চাত্যে যা চলছে তা বলা যায় 'এ্যলুঝন'। কারণ এর দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করানো হচ্ছে তারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। অথচ সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেটা অনুভব করা যায় তা হলো বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের কাছেই রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। কোন অবস্থাতেই সেখানে তাদের স্বার্থ অগ্রাহ্য করে কোন কাজ করা হয় না। *(Democracy & Islam. Public Lecture in `Peace Tv')*

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে কিছু মুসলিম নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত যুক্তিসমূহ ও তার উত্তরঃ

১. যুক্তিঃ আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামত নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এটা হারাম হবে কেন?

উত্তরঃ অধিকাংশের মতানুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাধারণ একটি নীতি। ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতেও পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে বলা হয়েছে; তবে বিদ্বানদের মতে সেটা আবশ্যিকভিত্তিতে নয় বরং কেবলই পরামর্শমূলক। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'অধিকাংশের রায় চুড়ান্ত' যে কথাটি বলা করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নীতিবিরুদ্ধ। কেননা এটি এমন একটি 'লেজিস্‌লেটিভ পাওয়ার' বা আইনগত ক্ষমতা যা স্রষ্টা আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টি মানুষকে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে; ফলে আল্লাহর আইনও সেখানে মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চাইলে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতেও কোন বাধা নেই। দৃশ্যতঃই তাওহীদী আক্বীদার বিরুদ্ধে এটা সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। একজন মুসলিমের জন্য এ নীতি গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এছাড়া সামাজিক দৃষ্টিকোনেও এর বহু অপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা তা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন (আন'আম-১১৬)। এমনকি অমুসলিমদের নীতিশাস্ত্রেও এ নীতি অগ্রহণযোগ্য। গণতন্ত্রের তীর্থভূমি গ্রীসের পণ্ডিত **সক্রেটিস** বহুকাল পূর্বে চমৎকার বলেছেন,

- 'জ্ঞানীর অভিমতই ন্যায্য ও মঙ্গলকর, মূর্খের অভিমত অন্যায্য ও অমঙ্গলকর। আমাদের বিষয় হচ্ছে ন্যায্য অন্যায্য, সৎ অসৎ, সঙ্গতি অসঙ্গতির বিষয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই ভয় করব, মান্য করবো? নাকি যে ব্যক্তির কাছে এ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার মতকেই স্বীকার করব? এই জ্ঞানীর অভিমতকে প্রয়োজনে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধেও আমাদের সম্মান করা এবং ভয় করা উচিৎ নয় কি? তা না করে যদি আমরা সেই জ্ঞানকেই পরিত্যাগ করি, তা দ্বারা কি আমাদের সেই নীতিকেই আঘাত করে ধ্বংস করি না, যে নীতি ন্যায়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নীত হয়ে উঠে এবং অন্যায়ের ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়? ..আমাদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে ন্যায় এবং অন্যায়কে যিনি জানেন তিনি কি বলেন। আমাদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে সত্য কি বলে। ব্যক্তির পক্ষে কী করা সঙ্গত? যাকে সে সত্য বলে জানে সে কি সেই সত্যকে রক্ষা করবে, সেই

সত্যকে পালন করবে, না সে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?।' *(ইফাবা পত্রিকা ৪৪/৩ পৃঃ২৩৬)*

- **প্লেটো-** 'সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রকারান্তরে মূর্খেরই শাসন'

- **মাওলানা আব্দুর রহীম-** 'প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরা-ই-নিযাম পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি অপরটির সাথে কোনদিক দিয়েও একবিন্দু মিল, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখে না।.... আসলে গণতন্ত্র একটি মতবাদ-একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। যার দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে তাত্ত্বিক অন্যটি বাস্তব। তাত্বিক দিক দিয়ে গণতন্ত্র বলতে যে জিনিসটিকে বোঝায় সেটাকে 'কুফর' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ......গণতন্ত্র আর ইসলাম দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ। বিপরীত দর্শন, বিপরীত ভাবধারা ও বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন জীবনদর্শন। কোথাও এদুয়ের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।' *(গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরা-ই নিজাম, পৃ-৩-৪)* 'গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' (ঐ, পৃ-১৪)

- **শায়খ আলবানী-** 'কুরআনে বর্ণিত শূরা পদ্ধতি সেসব লোকের জন্য সীমাবদ্ধ যারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী, যারা মানুষের ভাল-মন্দ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। সেখানে একজন মুমিন, একজনের কাফেরের মধ্যে, একজন আলেম ও জাহেলের মধ্যে, ভাল ও ফাসিক লোকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে এ ধরণের কোন মূল্যমান নির্ধারণ করা হয় না। তাই আমরা বিশ্বাস করি, একটি মুসলিম দেশের পক্ষে এমন নীতিমালা গ্রহণ করা উচিৎ হবে না যা এমন লোকদের নিকট গৃহীত যাদের সম্পর্কে কুরআনে এসেছে যে, 'আমরা কি বিশ্বাসীদের পরিণতি তাদের ন্যায় করবে যারা পাপাচারী? তোমাদের কি হল যে, তোমরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসছ?' অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক যে বর্তমানে দায়ী'গণ এ বিষয়টি নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হচ্ছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম হিদায়াত রাসূল (ছাঃ)-এর হিদায়াত'। অতএব এ বিষয়ে কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর পরিগৃহীত নীতিমালাই অনুসরণ করতে হবে।'

- **মুফতী শফী-** 'নেতা নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না বরং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন সৎলোকদের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের পরামর্শের যোগ্য হতে হবে। কোনক্রমেই পরামর্শের অযোগ্য লোকের

পরামর্শ নেওয়া যাবে না। পরামর্শের পর আমীর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাই অগ্রগণ্য হবে।' (মা.কু. ২১২-১৩)

- **John Dryden** (1631 - 1700)

Nor is the Peoples Judgment always true: The Most may err as grossly as the Few. (*Absalom and Achitophel*)

অর্থাৎ 'জনগণের বিচার সবসময় সঠিক হতে পারে না। কম লোক যেমন ভূল করতে পারে তেমনি বেশীরভাগ লোকও ভূল করতে পারে।'

২. যুক্তিঃ অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া থেকে বাঁচতে রাজনীতি করা ছাড়া উপায় নেই।

উত্তরঃ একইভাবে এটাও তো বলা যায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইসলাম পরিত্যাগ না করে উপায় নেই।.. পরীক্ষাই তো মুমিনের জীবনে সবচেয়ে বাস্তব সত্য। চরম পরীক্ষাতেই রয়েছে চরম সাফল্য। দুনিয়ার এ পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারাটাই তো একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যিনি এ চ্যালেঞ্জকে বরণ করে নিতে ইতস্ততঃ, ব্যর্থ তারচেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই। মনে রাখা উচিৎ জাগতিক মৃত্যুই কিন্তু জীবনের শেষ নয়; শুরু মাত্র। আল্লাহ মুসলমানদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ** অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর তাদেরকে এমনিভাবে প্রকম্পিত হতে হয়েছে রাসূল ও ঈমানদারগণ অস্ফুটে বলতে হয়েছে, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য'। হ্যা! আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী (বাকারাহ-২১৩-২১৪)। আল্লাহ আরো বলেন, **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** অর্থাৎ 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের ব্যতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।'(তাওবা-১৬) (আলে ইমরান-১৪২) (আনকাবুত-২৯)।

লক্ষ করুন, আমরা ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারীরা যখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ইসলামী আদর্শ, মূল্যোবোধ বিকিয়ে দিতে দ্বিধাহীনচিত্তে প্রস্তুত তখন ইসলামের দাবীগুলোই 'গণতন্ত্রে'র প্রতি হতাশ নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষদের মাধ্যমে কিভাবে ফুঁটে উঠছে।

- '...সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থ যে পেশাদার ও জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকদের কর্তৃত্ব, তার ইঙ্গিত দেওয়া হলো এই উদ্দেশ্যে যে, জনমুখী শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত ধরণ আমাদের খুঁজতে হবে।

  .. সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের একমাত্র উপস্থিতি সংসদ সদস্য নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার। এতে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার গ্যারান্টি থাকে না। এমনকি প্রার্থী নির্বাচিত করা হয় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ক্ষুদ্র কমিটির মনোনায়নে। এ জন্য মানুষ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনাগ্রহী হয়ে উঠে..'। *(উপসম্পাদকীয়- **বিচারপতি গোলাম রব্বানী,** যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারী'০৭)*

- 'গণতন্ত্রের অনেক সমস্যা, অসুবিধা এবং নেতিবাচক দিকতো স্বীকার করে নিয়েছে সবাই। স্বয়ং উইন্সটন চার্চিল বলছেন, 'পৃথিবীতে গণতন্ত্রই সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসনব্যাবস্থা। তবে এ যাবৎকাল আমরা যে সব পদ্ধতি চেষ্টা করেছি তার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।' (Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time)। তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্র হলো গড়পড়তা জনগণের সাথে ৫ মিনিটের আলোচনা' (Democracy is a five minute discussion with the average voter)।

  খুব বেশী প্রয়োজন ওলট পালট
  সৎ লোকের খোঁজে গোপন ব্যালট ॥

  *(**প্রথম আলো**- আলপিন ১২.০২.২০০৭)*

- '...আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন, কক্ষচ্যুৎ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের দেওয়ার কিছু নেই। তিনতাসওয়ালাদের মত ধাপ্পা দেওয়াটাই তাদের

রাজনীতির মূলধন।..জনজীবনের বিনিময়ে জনাকয়েকের মহালাভ; এরই নাম গণতন্ত্র। ..সুতরাং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যেতে পারে এ ধরণের আইন প্রণয়ন এখন জরুরী। *(**সরদার শাহাবুদ্দীন আহমদ,** ইনকিলাব ২৩ সেপ্ট-'০৭, পৃঃ ১৫)*

- 'পৃথিবীর সবদেশেই নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার হয়। সবদেশে কালো টাকাটা পিছনে থাকে আর আমাদের দেশে কালো টাকার মালিকরা নিজেরাই সামনে চলে আসছে। *(**ড.আলী আকবর খান,** প্রথমআলো গোলটেবিল বৈঠক ২/২/০৭)*

- 'বহুদিন পর দেশে সুশাসনের সুবাতাস বইছে..(গণতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও) *(**ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী,** পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকার। ০১.০৯.২০০৭)।*

- 'দূর্নীতির বিরুদ্ধে এত অভিযান চালিয়েও নির্বাচনে দূর্নীতিবাজদের আধিপত্য দূর করা গেল না' সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনের পর হতাশা প্রকাশ ব্যক্ত করে বলেন সিইসি ড. শামসুল হুদা।

- 'একদলীয় শাসনই মনে হয় ভালো'- মনমোহন সিং ১৮ জুলাই '২০০৮- অন্য আলো/ প্রথম আলো .. মার্কিনী স্বার্থের পুতুল ভারতের অভিজাত ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম প্রসংগে।

- 'গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেয়াটাকে অনেকসময় পঙ্গু করে দেয়, গণতন্ত্রের এই নীতি পরিবর্তন করতে হবে'- *চিদাম্বরম (বর্তমান ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৮ জুলাই' ২০০৮)*।

- 'Envy is the Basis of Democracy' – 'হিংসাই গণতন্ত্রের ভিত্তি' - **বার্ট্রান্ড রাসেল**।

- **জন লেকি–** গণতন্ত্র দারিদ্র প্রপীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন। কারণ রাষ্ট্রে এদের সংখ্যাই অধিক।.. .. প্রজ্ঞা, জ্ঞান কিছু সংখ্যক লোকের অধিকারভূক্ত। প্রশাসনিক কাজে সফলতা অর্জনের জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

- **রুশো-** (1712 - 1778) In the strict sense of the term, there has never been a true democracy, and there never will be. It is contrary to the natural order that the greater number should govern and the

smaller number be governed. (*The Social Contract)*

অর্থাৎ 'সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বলতে হয়, কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং কখনো যাবেও না। কারণ এটা প্রাকৃতিক রীতিবিরুদ্ধ যে, সংখ্যগরিষ্টকে অপরিহার্যভাবে শাসন করতে হবে আর সংখ্যালঘুকে শাসিত হতে হবে।'

- **Edmund Burke** (1729 - 1797) Man is by his constitution a religious animal. A perfect democracy is therefore the most shameless thing in the world. (*Reflections on the Revolution in France)*

  অর্থাৎ 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ধার্মিক (রক্ষণশীল) জীব। প্রকৃত গণতন্ত্র তাই পৃথিবীর সর্বাধিক নির্লজ্জ জিনিস।

- **Mikhail Gorbachev** (1931 -)

  Some comrades apparently find it hard to understand that democracy is just a slogan. *The Observer (London), "Sayings of the Week"*

  অর্থাৎ 'কিছু কমরেড তাৎক্ষণিকভাবে এটা বুঝতে কষ্ট অনুভব করে যে, গণতন্ত্র কেবলই একটি শ্লোগান বা প্রচারণা'।

- **Henri Bourassa** (1868 - 1952) *Canadian politician and journalist* - There is no greater farce than to talk of democracy. To begin with, it is a lie; it has never existed in any great country.*(Le Devoir)*

  অর্থাৎ 'গণতন্ত্রের কথা বলার চেয়ে বড় প্রতারণা আর নেই। তার শুরুটাই একটি মিথ্যা। কোন বৃহৎ বা সমৃদ্ধ (মহৎ) রাষ্ট্রে এটা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করে নি।'

- **Fatima Mernissi** (1941 -) *Moroccan writer.*

  Western democracy, although it seems to carry within it the seeds of life, is too linked in our

history with the seeds of death. *(Islam and Democracy)*

অর্থাৎ ‘পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, যদিও মনে হয় এর অভ্যন্তরে জীবনের বীজ বহন করে, তবে আমাদের ইতিহাসে এটা মৃত্যুর বীজই বহন করে এনেছে।

- **R.W. Baker** - The democracy is foundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. *(Islam without feer, R.W. Baker, USA, 2005)*

  গণতন্ত্র ভিত্তিগতভাবে ইসলামের সাথে পৃথক ও বৈপরিত্যপূর্ণ আদর্শ। কেননা এটা পশ্চিমা উদারতাবাদের মাঝে মূলীভূত।

  এছাড়া প্লেটোর সময়কাল থেকে হেনরী মেইন, লেকি, টেরিল্যান্ড, এমিল ফাগুয়ে এরূপ বহু অমুসলিম লেখক গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন।

- আজ যে পথে নামার জন্য আমরা ব্যতিব্যাস্ত তার চিত্র তুলে ধরে জনপ্রিয় মাগাজিন ***কারেন্ট এ্যাফেয়ার্সে*** উচ্চারিত হয়েছে- ‘ইসলামী রাজনীতি হলে দ্বীন কায়েমের রাজনীতি। কিন্তু বর্তমান ইসলামী দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, গণতন্ত্র কায়েমের রাজনীতি করছে। মুসলমান বা ইসলামী পরিচয় দিয়ে কুফর কায়েম করার রাজনীতি চরম মুনাফেকী। আমাদের নাম ও পরিচিতি দেখে লোকেরা আমাদের কাছ থেকে যে রাজনীতি আশা করে স্বাভাবিকভাবে আমরা সে রাজনীতি করছি না। যা করছি তাহলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, পুজিবাদী রাজনীতি। ফলে আমাদের গোটা অস্তিত্বই একটা প্রচন্ড মুনাফেকী হয়ে দাড়িয়েছে। নোংরা রাজনীতির মাধ্যমে কখনই দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়। *(জানু’০৭ পৃঃ৪৪)*

গণতন্ত্রের মূলরূপঃ

গণতান্ত্রিক আদর্শ মূলতঃ মুকুরিত হয় শিল্পবিপ্লবকালে বৃটেনের বুকে। সামন্তবাদ ও যাজকতন্ত্রের বিপরীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর উত্থানের পর রুশো, ভল্টেয়ার, মন্টেস্কুদের বস্তুবাদী দর্শন থেকে এই চিন্তাধারার বিস্তার শুরু হয়। এই চিন্তাধারা প্রতিটি মানুষের জন্য এমন এক স্বাধীনতাকে কল্পনা করে যে স্বাধীনতা তাকে যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। এমনকি ধর্মীয় বা আদর্শিক বন্ধন

থেকেও। কারো উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকবে না, কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করবে না এমন একটি সমাজব্যবস্থা তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এটা অবশ্য মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ সর্বদা স্বাধীন থাকতে চায়। তাদের প্রচারিত-'ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষই এক একটি স্বাধীন স্বত্ত্বা'- এই চিন্তাধারাই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সূত্রিত হয় Indivisualism (ব্যক্তিতন্ত্র), পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, Pluralism (বহুত্ববাদ-এমন সমাজব্যবস্থা যেখানে নিজের ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ বা জীবনধারা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। যাতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বিশেষতঃ রাষ্ট্র) ইত্যাদি কাঠামোতে। কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আর ডারউইনের বিবর্তনবাদ এসব ধারণাকে আরো যূথবদ্ধ করে। অতঃপর উনবিংশ শতকে এই 'ব্যক্তিতন্ত্রে'র ধর্মীয় আচরণ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, অর্থনৈতিক আচরণ হিসাবে পুঁজিবাদ আর রাজনৈতিক আচরণ হিসাবে Pluralism বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এভাবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠে তার দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে প্রকৃতিবাদ, সংশয়বাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি স্থান করে নেয়। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা ভাববাদী আদর্শ সেখানে গৌণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। মূলতঃ স্রষ্টাবিহীন অভিজ্ঞতানির্ভর মানবতাবাদী চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে এক অভিনব সামাজিক সহাবস্থান ও ঐক্য গড়ে তোলার নতুন ফর্মূলা তৈরী হয় এই রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে। এ রাষ্ট্র সমাজে অবস্থানরত বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারাকে প্রাধান্যও দেয় না, বর্জনও করে না। যে যে মতের উপর থাকুক মানুষ সকলেই সর্বক্ষেত্রে সমান ও স্বাধীন- এটাই এই মানবতাবাদী রাষ্ট্রের মূলতত্ত্ব। মানবীয় যুক্তি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই তার একমাত্র নৈতিক আদর্শ। যেখানে কোন আসমানী তথা ইলাহী আদর্শের প্রবেশাধিকার নেই। পরিশেষে এ সকল যাবতীয় চিন্তাধারা সংমিশ্রিত হয়ে ঠাই নেয় রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণাগার হিসাবে গণতন্ত্রে। এভাবে গণতন্ত্র পরিণত হয় নাস্তিক্যবাদী দর্শনের উপর ভিত্তিশীল জীবনব্যবস্থার এক রাষ্ট্রীয় প্রতিকৃতিতে। এজন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ গণতন্ত্রকে বলেছেন *صنم عصري* তথা আধুনিক মূর্তি বা শিরকের আধুনিক সংস্করণ *(موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة ২/১০৬৬-৬৭)*। আদিকালের মতই নাস্তিকতার এ নতুন ধারা স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রতি অস্বীকৃতি কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করে। গণতন্ত্রের সাথে মৌলিকভাবে এখানেই ইসলামের বিরোধ যার বিরুদ্ধেই এই দ্বীন আদিকাল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে।

এটি এক চিত্র। অন্যদিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ভূ-রাজনীতিতে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অবাধ কর্তৃত্ব খর্ব হওয়া শুরু হয়। তখন তারা 'ভাগ করো শাসন করো'-এই নীতিকে সামনে রেখে নতুনভাবে রাজনৈতিক

আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা নেয় এবং 'কলোনাইজেশনে'র বিকল্প হিসাবে গণতন্ত্রকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান শুরু করে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারেও এটি অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়। যেমন হ্যারল্ড লাস্কির মতে, *'গণতন্ত্র হলো ব্যবসায়ীদের জন্য উৎপাদনের কাঁচামাল। সকল গণতান্ত্রিক শাসককে তারা তাদের স্বার্থের গোলাম বানিয়ে ফেলে.. শুধু বৃটেন নয় বরং সারাবিশ্বে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের একই চিত্র।'* এভাবে গণতন্ত্র কলোনাইজেশন পিরিয়ড পরবর্তী নতুন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদী সিস্টেম হিসাবে পরিগণিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন স্বার্থে তা সকল দেশে তা পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১২৩টি দেশে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চেষ্টা চালাচ্ছে পাশ্চাত্ম বিশ্ব। এর পিছনে যত না রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য নিহিত তার চেয়ে বহুগুণ কার্যকর রয়েছে ইসলামী আদর্শবিরোধী তৎপরতা। কেননা ইসলামী মূল্যোবোধকে শিথিল না করা গেলে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই **তারা কেবল মুসলমানদেরকেই ইসলামী আদর্শ থেকে দুরে সরাতে চায় না বরং পর্যায়ক্রমে ইসলামধর্মকেই যেন ধর্মান্তর করার প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে**। *(ইসলামঃ এ শর্ট হিস্ট্রি/ কারেন আর্মস্ট্রং, পৃঃ ১৪৭-৫৭, ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ/মরিয়ম জামিলা, পৃঃ)।*

এভাবে গণতন্ত্র একদিকে যেমন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক অপরদিকে মানবতার প্রকৃত স্পিরিটের বিরোধী। প্রকৃতঅর্থে এটা বহুসংখ্যক দুর্বৃত্তের নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, ধোঁকাতন্ত্র।

লাস্কি, ওয়াল্ট হুইটম্যন, এডওয়ার্ড বেনস্, কুলদ্বীপ নায়ার, অরুন্ধতী রায়সহ পাশ্চাত্য বিশ্বের সৎ কিছু বুদ্ধিজীবী প্রায় প্রতিদিনই সরকারব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা নিয়ে বিভিন্ন আর্টিকেল রচনা করছেন। রুশো, বার্ট্রান্ড রাসেল, উইন্সটন চার্চিল, স্টাফোর্ড ক্রিপস্ প্রমূখ ব্যক্তিগণ বহুদিন পূর্বেই এসব বিষয়ে লিখেছেন। আর যারা জোর গলায় এর পক্ষ সমর্থন করেন তারা মূলতঃ গণতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্মবিরোধী (ইসলাম) দিকটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

গণতন্ত্রের ফলাফল ঃ

২০০৭ সালে সারা বিশ্বের গণতন্ত্র সূচকে নরওয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। সেদেশটির বর্তমান সামাজিক পরিবেশ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এরূপ- 'অসলোকে বলা যায় নিরুদ্বেগের শহর। এখানে কারো চাকরী যায় না। কর্মহীন বেকাররা বিপুল পরিমাণ সরকারী ভাতা পায়। স্বর্গরাজ্য আর কাকে বলে! ফিনল্যান্ডের পর পৃথিবীর সবচেয়ে নিরব এ দেশ। পরিবার বলতে সেখানে প্রায়

কিছুই নেই। মা বাবা বাচ্চাদের মানুষ করার নামে নিঃসঙ্গ একটা ঘরে ফেলে রাখে। বাচ্চারা যতই কাঁদুক, সেটাই তাদের ক্রন্দন কক্ষ। বড় হয়ে বাচ্চারাও এর প্রতিশোধ নেয়। মা-বাবাকে ফেলে আসে ওল্ডহোমে। .. নরওয়ে তথা স্কান্ডিনেভিয়ায় আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমশঃ বাড়ছে। মাত্র ৪০ লাখ অধিবাসীর দেশে বছরে আত্মহত্যার ঘটনা সহস্রাধিক। মানুষের চোখে কোন ভাষা নেই। তরুণ-তরুণীদের মাঝে মদ্যপানের আধিক্য। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মানুষ বাস করে এক ধরণের ব্লাকহোলে। মনে কষ্ট হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলবেন- যান, জঙ্গলে ঘুরে আসুন। অর্থাৎ মানুষের সাথে মেলা-মেশাকে তীব্রভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। রসিকতা করে বলা হয়- এক নরওয়েজিয়ান (নস্ক) যখন বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে ততদিন আপনি হয়ত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।' ***(শীত ও জঙ্গলের নীরবতা/ সুমন লাহেড়ী**, প্রথম আলো, সাহিত্য পাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর/২০০৮)*

এছাড়া সারাবিশ্বে গণতন্ত্রের ভয়াবহতা, নোংরামী, দূর্নীতিগ্রস্থতার চিত্র আমাদের সামনে নিত্যদিনই দৃশ্যমান।

এজন্যই হয়ত বিশিষ্টি জার্মান লেখক মুরাদ উইলফ্রিড হফম্যান বলেছেন,*"বর্তমানের সাংস্কৃতিক একঘিয়েমি থেকে মুক্তির পথ অবশ্যই রয়েছে এবং সেটি আর পছন্দ অপছন্দের পর্যয়ে নেই; বরং পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমানে যে দুর্বার গতিতে সুনির্দিষ্টভাবে একটি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে তা থেকে মুক্তির মাত্র একটিই পথ রয়েছে এবং তা হচ্ছে ইসলাম" (ইসলাম: দি অলটারনেটিভ)*

কিছু সন্দেহ ও তার উত্তরঃ

১. মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র সম্পর্কে যারা ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন তাদের একজন হলেন **ড. ইউসুফ আল-কারযাভী**। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছেন, *একাডেমিক পরিভাষা ও সংজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক পরিচয় এভাবে দেওয়া যায় যে, এটা এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণই তাদের শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারেন। যেখানে জনগণের অপছন্দনীয় কোন শাসককে নির্বাচন করা যায় না, কোন নীতিমালাও জারী করা যায় না। জনগণ শাসককে জবাবদিহি করতে পারেন এবং কোন অপরাধ করলে তাকে বরখাস্তও করতে পারে। শাসক সেখানে জনগণের অপছন্দনীয় বা অপরিচিত কোন অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি চালু করতে পারে না। ..* ***অবশ্য এ ব্যবস্থায় নির্বাচক তথা ভোটারকে কতিপয় মূল্যোবোধ ও ইসলামী শিক্ষার অনুগামী হতে হবে যেমন সাক্ষীর জন্য ন্যুনতম শর্ত হলো আমানতদারিতা ও দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যেমনটি***

কুরআনে এসেছে। কোন ভোটারের মধ্যে এই গুণাবলী যদি পূর্ণভাবে না থাকে তবে সে নির্বাচনে ভূমিকা রাখার অধিকার হারাবে।'

ড. কারযাভী আরো বলেছেন, *'যদি ঘোষণা করে দেওয়া যায় যে, ইসলাম হবে রাষ্ট্রধর্ম, সংবিধান হবে ইসলামী শরীয়ত এবং সংবিধানে যদি স্পষ্ট করে লিখিত থাকে যে, রাষ্ট্রের কোন আইন বা রীতি-নীতি ইসলামী বিধানের বিপরীত হবে না- এমতবস্থায় গণতন্ত্রের আহবান তখন আর আল্লাহর শাসনের পরিবর্তে জনগনের শাসনকে আবশ্যক করবে না। কেননা দুটোর মধ্যে তখন আর কোন বৈপরিত্য থাকবে না।'*

এখানে তাঁর বক্তব্যের মূল সুর হলো গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের বিপরীত। আর ইতিহাসে একনায়কতন্ত্রই ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র ইসলামের জন্য সহায়ক। গণমূখীতার দিক দিয়ে গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে নিকটতম বন্ধন আছে। তিনি অন্যকোন শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'গণতন্ত্র' নাম গ্রহণকে যায়েজ মনে করেন এজন্য যে, তা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাছাড়া অন্যশব্দ ব্যবহারে গণতন্ত্রীরা ভূলবশত মনে করতে পারে যে, ইসলাম গণতান্ত্রিক নয় বরং স্বৈরতান্ত্রিক।

উত্তরঃ এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়-

১. তিনি গণতন্ত্রকে কেবল রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা বলে দেখেছেন। এটাকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা হিসাবে দেখেননি।

২. তিনি গণতন্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞা উল্লেখ করাকে শোভনীয় মনে করেননি। বরং নিজের মত করে ভাবতে চেয়েছেন যা কিনা কেবল ইসলামী জীবনব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

৩. তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। সুতরাং এমনিতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, যতক্ষণ না ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের দিকে আহবানকে মানবশাসিত ব্যবস্থার দিকে আহবান বলে ধরে নিতে হয়।

৪. তিনি শুরা এবং সংখ্যাধিক্যের মতামত গ্রহণসহ এ রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিযোগ্যতাকে ইসলামী জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

লক্ষ্য করুন, এখানে জনাব কারযাবী গণতন্ত্রের সমর্থনে মত ব্যক্ত করে উল্লেখ করলেন যাবতীয় ইসলামী নীতিমালা অর্থাৎ তিনি ইসলামী নীতিমালা প্রয়োগ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তার এই নীতিমালা প্রচলিত গণতন্ত্রে প্রয়োগ সম্ভব? নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ? মূলতঃ তার সমর্থিত এই গণতন্ত্রের

সাথে প্রচলিত গণতন্ত্রের কোনই সাদৃশ্য নেই। প্রচলিত গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে বিশেষ কোন ধর্মের আধিপত্য কোনভাবেই কল্পনা করা যায় না। বরং এ নীতিতে ধর্ম একেবারেই অপ্রাসংগিক। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ইসলামী দলগুলোর সংবিধানে সংস্কার কার্যক্রম এর সাম্প্রতিক একটি নিদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের কথা উল্লেখ করলেও গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের কথা এড়িয়ে গিয়েছেন। মূলতঃ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক একজন নিখাদ ইসলামসেবকও হতে পারেন, জারী করতে পারেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসননীতিও কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে সুযোগটি মোটেই নেই। কেননা ধর্ম বা কোন অপরিবর্তনীয় আদর্শবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য খর্ব করাই গণতন্ত্রের মৌলিক লক্ষ্য। আল্লাহর আধিপত্য শিকার না করলে মৌলিকভাবে স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এ সত্যটি কারযাভী সাহেব জানা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার নেতিবাচক দিকটিই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ঠিক যেমনটি সমাজতন্ত্রের আধিপত্যের সময় কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ করেছিলেন (ইসলামী সমাজতন্ত্র)। মূলতঃ বেশ ক'বছর ধরেই ড. কারযাভী আন্তঃধর্ম সংলাপ, ইজতিহাদের নামে কতিপয় বিষয় সংস্কারের দাবী তুলে পশ্চিমাদের বেশ প্রশংসাভাজন হয়েছেন। যদিও তাতে ইসলামের জন্য এক টুকরো সফলতা বয়ে আনতে পারেননি। বরং হতাশই হয়েছেন খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছে 'মিথ্যাবাদী' আখ্যা পেয়ে (দেখুন- নতুন মুক্তিযদ্ধের পথে মুসলিম বিশ্ব, মুহাম্মাদ সিদ্দিক/দৈনিক ইনকিলাব ১৫.১২.২০০৮)

তৃতীয়তঃ একনায়কতন্ত্রের মত নয় বলে গণতন্ত্র ইসলামের জন্য সহায়ক- এটা মনে করা ভুল। হতে পারে যে, ইসলামবিরোধী একনায়কতান্ত্রিক সরকারের যুলুমবাজির তুলনায় গণতান্ত্রিক সরকার অনেকটা সহনশীল হয়। অন্ততঃ ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুশীলনে তারা কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তাই এটা মুসলমানদের জন্য ইসলামের দা'ওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা হয়ে দাড়ায় না। কিন্তু জানা উচিৎ যে, এটা ইসলাম প্রচারের জন্য একটা সুযোগ হলেও কখনই সমাধান নয়। কেননা ইসলামে ব্যক্তির উন্নতি আবশ্যিকভাবে পারিপার্শ্বিক সমাজের সামষ্টিক উন্নতির নির্দেশ করে। যেহেতু ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক, তাছাড়া যে সমাজ অসৎ সে সমাজে ব্যক্তিগতভাবে সৎ থাকা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য সমাজেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যেগ নিতে হয়। অথচ বিভিন্ন সমস্যা ব্যতিরিকে কেবল গণতন্ত্রের মৌলিক সিস্টেমগত কারণে কখনই তার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী শরীয়াহ্ বাস্তবায়নের সুযোগ নেই; এমনকি শাসকগোষ্ঠী চাইলেও নয়। এসব

কিছুর কারণ হলো এটি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে মোড়া। ইসলামপন্থীরা সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সমাধান কেবল এবং কেবলই ইসলাম। কিন্তু তারাই আবার অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে গণতন্ত্রকে সমাধান উত্তরণের সহযোগী মনে করেছেন। অথচ 'গণতন্ত্র নয়; ইসলামই মানবতার একমাত্র সমাধান ও চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল'-এ কথাটি মানবসমাজকে উপলব্ধি করানোই তাদের সবচেয়ে বড় ও সার্বজনীন কর্তব্য ছিল। গণতন্ত্রের সুযোগগুলোকে কাজে না লাগিয়ে তারাও অন্যদের মতো ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির পথ গ্রহণ করে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন প্রতিনিয়ত আর ইসলামের নামে সাধারণ মানুষকেও করছেন প্রতারিত।

চতুর্থতঃ ডঃ কারযাভীর মতে ইসলাম স্বৈরতান্ত্রিক নয় প্রমাণের জন্য একে 'গণতান্ত্রিক' অভিহিত করতে হবে।- তাঁর চিন্তাধারা দায়িত্বপূর্ণ মনে হয় না। ইসলাম স্বৈরতান্ত্রিক নয়- মানুষকে এ ধারণা দেওয়ার জন্য ইসলামকে গণতন্ত্রের মুখোশ পরার দরকার নেই। আর সে সুযোগও নেই। কারণ দুটির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ধারণাগত ও ব্যবস্থাগত পার্থক্য। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো 'ক্ষমতাকেন্দ্রে সকলের সমান অধিকার সংরক্ষণ'। কিন্তু ইসলামে সে ধরণের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা ইসলামে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রচলিত অর্থে ক্ষমতার অনুশীলনকেন্দ্র নয় বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতার এক বিরাট গুরুভার। ইসলাম প্রতিটি মানুষের উপর প্রতিটি মানুষকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সর্বদা সৎপথে চলার উপদেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। মহান প্রভূ কর্তৃক আরোপিত এই দায়িত্বশীলতারই সর্বোচ্চ পরিচর্যাকেন্দ্র হলো খিলাফত। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সংযোগে পরিগঠিত এই সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাই ইসলামের কাম্য। এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং তা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার অন্ত নিহিত চিরন্তন সংযোগের বহিঃপ্রকাশ। তাই প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এখানে কোন ভেদাভেদ থাকে না। এক আল্লাহর খলীফা হিসাবে সকলেই সেখানে সমান। প্রেসিডেন্ট যেমন দায়িত্বশীল হিসাবে আল্লাহর খিলাফতের সমস্ত মানুষ ও সৃষ্টিকুলের প্রতি আইনগতভাবে দায়িত্বশীল। তেমনি সাধারণ মানুষও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেসিডেন্টসহ সকল মানুষের প্রতি ভাবগত দায়িত্বশীল। এখানে কোন স্বার্থের প্রতিযোগিতা নেই; আছে স্রষ্ঠার প্রতি আনুগত্যের মহানুভবতা। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে যদি শুভকল্পনার সর্বোচ্চস্তরেও আরোহন করানো যায় তাতে কি মহাবিশ্ব ও মানবতার প্রতি এই অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপালনের সুযোগ আছে? নেই অবশ্যই নেই। তাই ইসলাম যদি

প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক হয় এর উদ্দেশ্য ও ভাবধারা সংকীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে।

পঞ্চমতঃ 'গণতন্ত্র' এই পরিভাষাটির পরিমার্জিত কোন ব্যবহার (যেমন- ইসলামী গণতন্ত্র) গ্রহণযোগ্য নয় ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট। তারা কুরআনের একটি আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তা হলো, لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا। অর্থাৎ তোমরা 'রা'ইনা' বলো না বরং বলো উনযুরনা'। কেননা এ ধরণের দ্ব্যার্থক শব্দের ব্যবহার অসৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে। আর গণতন্ত্রই যে আজকের পৃথিবী সবচেয়ে বেশী অসৎভাবে বিজ্ঞাপিত এবং সর্বাধিক দ্ব্যর্থক ও অস্পষ্ট শব্দ এটা স্বীকৃত। George Orwell -এর বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য, Words of this kind are often used in a consciously dishonest way. That is, the person who uses them has his own private definition, but allows his hearer to think he means something quite different *(Politics and the English Language)* অর্থাৎ 'এ ধরণের শব্দগুলো প্রায়ই সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয় অসৎ উপায়ে। যারা এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব কিছু সংজ্ঞা রয়েছে; অথচ তারা এমনভাবে বোঝায় যাতে শ্রোতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কিছু মনে করে।'

ড. কারযাভীর এসব বক্তব্যের প্রতিউত্তরে 'ফিতনাতুদ দিমুকরাতিয়া' গ্রন্থকার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দীর্ঘতার আশংকায় এখানে তা উল্লেখ করা গেল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সেখানে দেখতে পারেন।

২. অনেকে গণতন্ত্রকে 'শুরায়ী নিযাম' আখ্যা দিতে চেয়েছেন।- অথচ তাত্বিকভাবে এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা। একটি সম্পূর্ণভাবে আস্তিক্যবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত অপরটি যথারীতি নাস্তিক্যবাদী দর্শনের উপর। বিস্তারিত দেখুন *(গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরায়ী নিযাম- মাওলানা আব্দুর রহীম)*

৩. ইসলামী দলগুলো বলছেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ ভালো উদ্দেশ্যেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছি। ইসলামের পক্ষে কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ বিরোধিতাকে রুখতে পারব। স্বল্পাকারে কিছু ইসলামী চিন্তার অনুপ্রবেশ তো ঘটাতে পারব! তাদের এ বিশুদ্ধ নিয়তকে কিছু ফিকহী সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করে তারা যুক্তিযুক্ত করতে চেয়েছেন।-

উত্তরঃ দেখুন! মানবেতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ নিঃস্বার্থ মঙ্গল চিন্তা থেকেই শিরকের প্রতিভূ স্থাপন করেছে। তাদের কাছে বিপদাপদে মুক্তি চেয়েছে।

আবু জেহেলরাও বলেছে যে, তারা আল্লাহকেই একক স্বত্তা বলে বিশ্বাস করে কিন্তু মূর্তিগুলো এজন্যই পুজা করে যে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌছে দেবে। আজকের যুগেও যারা হরহামেশা শিরক বিদ'আত করছে তারা কিন্তু একই সৎ নিয়তের কথা প্রকাশ করছে যে, তারা নিখাদ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই এসব করছে। কিন্তু বলুন, এসব সৎ নিয়ত কি তাদের আমলের সঠিকতা প্রমাণে সক্ষম?

দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য সৎ হলে আমলের ক্ষেত্রেও সঠিক নীতি প্রতিফলিত হতে হবে। নিয়তের যথার্থতা কেবল যথার্থ আমলের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। নতুবা ঈমানের ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিশ্বাসের সাথে মুখের স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের শর্ত কেন আনা হল? অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে কাউকে বাহ্যতঃ চপেটাঘাত করা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ইসলামের জাগতিক অস্তিত্বের স্বার্থে বাতিলের সাথে সাময়িক আপোষ করা যায়। এ বিষয়ে আমরা নজর দেব বিগত ৬০ বছরে মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরোক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সম্প্রতি মালদ্বীপের গণতন্ত্রের ইতিহাস কী বলে তার দিকে। এসব দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা একচেটিয়া। তারপরও কোনদেশেই কি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো প্রতিকুলে যাচ্ছে। তুরস্কের মত এখন তিউনিশিয়া, সিরিয়াতে ব্যাপকভাবে ডি-ইসলামাইজেশন চলছে। অন্য দেশগুলোকেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে।

মরক্কোতে ২০০২ সালের ইলেকশনে ৩২৫ সিটের ৪২টি সিট পেয়েছে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আদালত) নামক ইসলামিক পার্টি। কিন্তু দেখা গেছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন বা ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়নের দাবী না তুলে তুরস্কের মডেলে কেবল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছে। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর মত ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ দলকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবী করতে দেখা যায় না। তুরস্কে ইসলামিক পার্টি দীর্ঘদিন পর ক্ষমতাসীন হলেও তাদেরও একই দুরবস্থা। লক্ষ্যণীয় যে, এ সমস্ত পার্টির নিয়ৎ হয়তবা সৎ থাকলেও, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগণ তাদের পক্ষ নিলেও তারা এ সিস্টেমে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার উপায়ই খুজে পাচ্ছে না। যেমন তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদুগান বলেছেন, *'গণতন্ত্র হলো ক্ষমতার রাজপথে একটা কারের মত, যখন তা গন্তব্যে পৌছাবে তখন তাকে আমরা পরিত্যাগ করব* ("Democracy is like a streetcar. When you come to your

stop, you get off.) বোঝাই যাচ্ছে তিনি শুদ্ধ নিয়তে ও সচেতনভাবে এই পথকে হারাম মনে করেই এ পথে নেমেছেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর এ পথকে তিনি আর পরিত্যাগ করতে পারলেন না, ৪৪ শতাংশ জনসমর্থন নিয়েও তিনি এখনো আরবীতে আযান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মহিলাদের মাথায় স্কার্ফ পরিধানের কেবল স্বাধীনতা প্রদানেও পর্যন্ত আইন পাশ করতে পারলেন না। তেমনিভাবে আজ মিসরে ৯৯ শতাংশ মানুষ ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবী তুললেও বর্তমান ব্যবস্থায় তার বাস্তবতা কল্পনাতীত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যত মহৎ চিন্তাই থাকুক না কেন বাতিল পথ অবলম্বন করে কখনো ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠাদান সম্ভব নয়। এতে কিছু ক্ষমতাবান 'মডারেট' ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমই হয়তো তৈরী হবে। একজন বিধর্মীর চেয়ে যারা অধিক ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত।

৪. কেউ বলেছেন বিষয়টি ইজতিহাদী। - মূলতঃ গণতন্ত্র যখন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপর নাম তখন এ ব্যাপারে হুকুম জারী হয়ে গেছে যে বিষয়টি শিরক। সুতরাং এ বিষয়ে আর ইজতিহাদের অবকাশ নেই। অবশ্য ফিকহী নিয়মে অন্তরে ঈমান বজায় রেখে বিশেষ পরিস্থিতিতে হারাম কাজ করা যায়। তবে সে পরিস্থিতি কি এখন উপস্থিত হয়েছে? অবশ্যই নয়। কেননা এর শর্ত হলো দুটি- (১) নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। (২) নিশ্চিত ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা। তদুপুরি এ বিষয় মূলতঃ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রজোয্য, জাতীয় ক্ষেত্রে নয়। আর জাতীয় বিষয়ে যদি তা করা যায়ও তবে সেই মহাপরিস্থিতি কি এখন বিদ্যমান যে কেউ আমাকে শিরক করতে বাধ্য করছে?

৫. কেউ বলেন, গণতন্ত্রে 'জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' বক্তব্যটি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন বৈদেশিক শক্তি, সামরিক শক্তি বা জনগণের অপছন্দনীয় কোন সরকার উপস্থিত না থাকাটা এর মূল উদ্দেশ্য। এটি মোটেই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থে নয়।- এখানে বলা যায় যে, এ বক্তব্য বাহ্যত যদি আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেও তবুও এটা নিশ্চিত যে, তা মানুষের উপর আল্লাহর আইনগত কতৃত্ব বা অধিপত্য স্বীকার করে না। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করে না; কিন্তু অস্বীকার করে আল্লাহ নির্দেশিত বিধিবিধানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাদানে। তাই সার্বভৌমত্বের এই ব্যাখ্যা দিয়ে একে ইসলামীকরণের সুযোগ নেই।

৫. অনেকে বলেন, গণতন্ত্র হারাম কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বৈধ। যেমন এ বিষয়ে **ইবনে বায** ও **ইবনে উছাইমীন** বলেন যে, গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে

শিরক। এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কাফির। তবে যদি ইসলামী বিধি প্রবর্তনের ক্ষমতা থাকে বা নিজে না গেলে কোন খারাপ লোক সেখানে যাবে-এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়। ইবনে উছাইমীন আরো একটু বাড়িয়ে বলেন, বরং এমতবস্থায় তা ওয়াজিব। একই সাথে আবার তাঁরা বলেছেন, দলপরস্তি নিষেধ। জামা'আতে ইসলামীর সাবেক আমীর জনাব গোলাম আযম বলেন, 'নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করার পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র।' তাঁর মতে, গণতন্ত্র কোন জীবন বিধান নয় এটি কেবল একটি নির্বাচন ব্যবস্থা। তিনি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও মুসলিম দেশের গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য টানতে চেয়েছেন।-

বিস্তারিত আলোচনার পর এ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি নেই যে, গণতন্ত্রে নির্বাচন মূল কথা নয় বরং পুরো প্রক্রিয়াটি এমন একটি ভিত্তির উপর রচিত যা মানুষের পূর্ণাঙ্গজীবনের জন্য একটি মূল্যবোধ, আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আর তা অবশ্যই করে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি সংশয়বাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হয়তবা আল্লাহ অধিবিদ্যিক স্তরে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারেন কিন্তু বাস্তব জীবন চলার পথে তার কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজেই তাঁর কর্তব্য বিধায়ক। আপন বিবেকের মাধ্যমেই সে সমস্ত কর্তব্য প্রতিপালন করবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, গণতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ সেক্যুলার জীবনব্যবস্থার নাম; কেবল নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। সম্ভবত উল্লেখিত ওলামায়ে কেরাম গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করেননি যে, **প্রচলিত নির্বাচন সিস্টেম এই ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থারই একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ ও প্রধান সহায়ক।** সেখানে বহু মতের স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দলসমূহ একত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সকল মতের অংশগ্রহণকে সেখানে মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে প্রশংসা করা হয়। যার মূল সুর ও আইনগত ভিত্তি হলো, সমস্ত মতই সঠিক; সুতরাং সকল মতের সমন্বয় ঘটিয়ে সকলের ঐক্যমতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। নির্দিষ্ট কোন একটি মত সেখানে কোনক্রমেই প্রাধান্য পাবে না- এটাই বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলকথা। **সুতরাং যদি কোন ইসলামী দল সেখানে নির্বাচিত হয় তবুও তাদের সেখানে নিজস্ব ধর্ম তথা ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়নের কোনই সুযোগ নেই। কেননা মতামতগত দিক থেকে ইসলামী শরীয়ত অন্য দল বা ধর্মীয় মতেরই সমমানসম্পন্ন। তাই এ সিস্টেমে জনগণ একটি দলকে ক্ষমতায় বসাতে পারলেও কোন একক মত বা আদর্শকে কখনো প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।** সুতরাং গণতন্ত্রকে যারা কেবল নির্বাচনব্যবস্থা বলছেন তারা হয় এই মৌলিক বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন নতুবা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর যারা বিশেষ প্রয়োজনে

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলেছেন তাঁরা হয় বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নন, না হয় মূল তত্ত্বগত দিকটা লক্ষ্য করেননি। সুতরাং **গণতন্ত্র তা পাশ্চাত্য আর প্রাতীচ্য হোক, হোক তা ইসলামী বা খ্রীষ্টানী সবগুলোরই মূলকথা হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ**। এ ছাড়া গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ভিন্ন কোন পরিচয় এর স্রষ্টা পশ্চিমাদের কাছে নেই। তাই এদুটোকে আলাদা করে দেখারও সুযোগ নেই। আর অন্যকিছুর সাথে এদের তুলনা করাও মূঢ়তা।

পার গোমা 'গণতন্ত্রের ইসলামীকরণ নাকি ইসলামের গণতান্ত্রিকীকরণ?' শিরোনামের প্রবন্ধে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেন, `Democracy may differ in its forms and expressions. Its mechanics may adapt to different circumstances. But in essence its main principle is, as clear as the desert sky in mid-summer night, freedom of individuals and groups from all forms of coercions, including that of religion. Thus democracy is, in essence, incompatible with any other wholistic ideology which demands total subjugation and allegiance. As Religion has shown through the ages, Democracy, also, can compete only with itself! Thus Democracy without secularization of societal structures and behaviors is a myth perpetuated by Religionists of all sorts. If we call a spade by its name, Democracy is (synonymous with) secularization. Any other form must be called by other names and leave democracy alone!- অর্থাৎ 'গণতন্ত্রের গঠন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। এর উপাদানগুলো বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এর প্রধান যে মূলনীতি তা মরুভূমির বুকে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সুস্পষ্ট। আর তা হলো, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে সকল প্রকার বলপূর্বক জবরদস্তি এমনকি ধর্মের বাধ্যবাধকতা থেকেও স্বাধীনতা দেওয়া। তাই গণতন্ত্র সার্বজনীন যে কোন প্রকারের আদর্শ (ইসলাম) যা নিরংকুশ আত্মসমার্পন ও আনুগত্যের দাবী রাখে তার পরিপন্থী। ধর্ম যেমন যুগ যুগ ধরে পরিদৃষ্ট হচ্ছে (অর্থাৎ সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে) গণতন্ত্রও তেমন কেবল নিজের সাথে তুলনীয় (অর্থাৎ অন্য একটি সার্বজনীন নীতি)। তাই সামাজিক কাঠামো ও আচরণ পরিধিতে ধর্মনিরপেক্ষতারহিত গণতন্ত্র সকল প্রকারের ধর্মঅনুসারীদের একটি কপোলকল্পিত অতিকথামাত্র। এজন্য ডেমোক্রাসি বা গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতারই নামান্তর। অন্যান্য কোন নীতিকাঠামোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত যেতে পারে

কিন্তু গণতন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। এটি ভিন্ন তার আর কোন নাম বা রূপকাঠামো নেই।'

*(Article- **Islamizing Democracy Or Democratizing Islam- Par Ghoma**, Wednesday 23 August 2006 - http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=12076)*

ইসলামী দলগুলোর গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহনের কারণসমূহঃ

১. গণতন্ত্রের ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক মনে করা। (যেমন-রাজনীতিই ধর্ম)

২. ক্ষমতায় নিজেদের উপস্থিতিকে অপরিহার্য মনে করা (ক্ষমতাশালীদের প্রকৃত মুসলিম বানিয়ে তাদের মাধ্যমেই ইসলামের সামগ্রিক প্রতিষ্টাদান যে সম্ভব- এটা তাদের ধারণায় স্থান পায় নি)।

৩. আপন স্বার্থ, প্রতিপত্তি ও রওনক বৃদ্ধি করা।

৪. পূর্বকালে যেমন বাইজান্টানীয় বা গ্রীক সংস্কৃতি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত করেছিল তেমনিভাবে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা মুসলিম চিন্তাধারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হওয়া।

৫. ইসলামের নাম গ্রহণ করলেও ইসলামী জীবনধারার প্রতি চরম শিথিলতা।

৬. ইসলামের অস্তিত্বের চেয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা।

এধরণের কারণগুলো ইসলামী দলগুলোর মাঝে ব্যাপকভাবে বিরাজমান থাকার কারণে তারা বিভিন্ন অজুহাতে অন্যায়পথে যাত্রাকে অন্যায় ভাবছে না। ফলে মানবতার জন্য ইসলামের বিকল্প যে কিছুই হতে পারে না- তা নিজে বোঝা ও অপরকে বোঝোনোর ফুরসৎ মিলছে না। এভাবে আল্লাহর দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়দানের প্রচেষ্টার চেতনা দিন দিন অপসৃত হচ্ছে। বিলীন হচ্ছে জিহাদী চেতনা, আত্মবোধ, দায়িত্ববোধ সবই। জমছে ভিরু, কাপুরুষ, মুনাফিকের বিপুল ভীড়।

ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের ফলে ক্ষতিসমূহঃ

১. দ্বীনে ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য (আল্লাহর দ্বীনকে সমগ্র বাতিলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করা) সম্পূর্ণভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

২. ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান না হয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৩. ইসলাম বিজয়ী ও সত্য পথপদর্শনকারী হিসাবে নয়; বরং একটি প্রতিযোগী আদর্শ হিসাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

৪. ত্বাগুতী শাসনযন্ত্রের অধীনে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না, সেখান থেকে বের হয়েও আসতে পারছেন না এমনকি পারছেন না ইসলামের জন্য সামান্য উপকারটুকু করতে। এই ত্রিশংকু অবস্থায় পড়ে তারা না পারছেন ঈমানবিরোধী কর্মকান্ড হজম করতে আর না পারছেন তা উদগীরণ করতে। ফলে দিন দিন তারা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। আর সাধারণ মানুষও ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝছে।

৫. ইসলামপন্থীদের অবস্থা এখন More Catholic than Pope। অর্থাৎ গণতন্ত্রপন্থীরা যখন পথ না পেয়ে একরকম বাধ্য হয়ে গণতন্ত্রের মধ্যেই পথ অনুসন্ধান করে গলদঘর্ম হচ্ছে। তখন ইসলামপন্থীরা ইসলামের হিদায়াত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয় কুফরী গণতন্ত্রকেই উপাদেয় মনে করে গণতন্ত্রের পক্ষে প্রশংসার তুবড়ি ছড়াচ্ছেন।

৬. তাদের অনেকেই কেবল নির্বাচনেই নয়; বরং স্বয়ং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাদানে আত্মোৎসর্গ করছেন। তার উপকারিতা, গুরুত্ব এমনকি শরয়ী ব্যাখ্যাও প্রদান করছেন। এভাবে অপরিণামদর্শী আচরণে তারা কেবল ইসলামকেই দিন দিন অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছেন না বরং লজ্জাজনকভাবে কুফরীর প্রচার ও প্রসারেই আত্মনিয়োগ করছেন।

৭. জনগণকে ভোটের দিকে আহবান জানাতে গিয়ে তারা প্রথমে ইসলামী হুকুমতের কথা বলেন। অতঃপর তাতে ব্যর্থ হয়ে বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমত ইসলামের পক্ষে কাজ করব। শেষ পর্যায়ে এসে তারা বলেন, এ ছাড়া আর বিকল্প পথ কি? এভাবে ধাপে ধাপে তারা ক্রমান্বয়ে সমূলে ধ্বংসের দিকে নিপতিত হচ্ছেন।

৮. নির্বাচনের রাস্তায় নেমে তারা একটি পাপের সাথে আরো হাজারো পাপে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। আল্লাহ সত্যই বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের দেখানো পথে চলবে শয়তান তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই

আদেশ করবে। (নূর ২৪) فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব তার সতর্ক থাকা উচিৎ আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে যেন তারা বিপর্যয়ে নিপতিত না হয় এবং মহা শাস্তি র সম্মুখীন না হয়। (নূর-৬৩)

৯. তারা শত্রুর উদ্দেশ্যই পূরণ করছেন। আল্লাহ বলেন, ودّوا لو تدهن فيدهنون অর্থাৎ 'তারা চায় আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে' (ক্বলম-৯)। আল্লাহ আরো বলেন, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥) অর্থাৎ 'তারা তো আপনাকে আমার ওহীকৃত বিষয় থেকে সরিয়েই দিতে চাচ্ছিল যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহকাল ও পরকালে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না (ইসরা-৭৩/৭৫)।' আজকে সারা মুসলিমবিশ্বে কেন গণতন্ত্রের হাঁকডাকে অস্থির করে তুলেছে পাশ্চাত্য বিশ্ব তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতবস্থায় ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্রের পথে আগমণ তাদের মধ্যে চাপা উল্লাস সৃষ্টি করছে। এর মাধ্যমে তারা নিজস্ব আদর্শের ছায়াতলে নিবিড় প্রতিপালনের সুযোগ পেয়ে মুসলমানদেরকে ধীরে ধীরে তাদের দ্বীন থেকে ভ্রুষ্ট করে ফেলছে। তার বাস্তব ফলাফল আমরা প্রতিদিনই দেখছি।

ইসলামী বিশ্ব আজ যেভাবে সুবোধ বালকের মত একের পর এক ক্ষমতার এই বিষ ট্যাবলেট গ্রহণ করে নিজেদের মডারেট প্রমানের চেষ্টায় উন্মত্ত হয়েছেন তার হতাশাজনক ফলাফল তুলে ধরে লন্ডনের একজন মুসলিম প্রফেসর বলেন, '.. *মুসলিম শাসক, বিদ্বান, উলামা, লেখক ও সাংবাদিকগণ তাদের শত্রুদের আইন-কানুন ও জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের (শত্রুদের) কাতারভূক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের 'মুসলিম' হিসাবে সম্বোধিত হওয়ার অধিকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে ইসলামের অস্তিত্ব আর বেশীদিন থাকবে না। এজন্য অতিসত্বর তাকে আবার নতুনভাবে পুনরুত্থিত হতে হবে'।*

১০. **ঈমানী চেতনার বিলুপ্তিসাধনঃ** অর্থাৎ এর মাধ্যমে একজন ঈমানদার তার ঈমানের ব্যাপারে যেন তদ্রুপ শিথিল হচ্ছে যেভাবে একজন কাফির তার কুফরীর ব্যাপারে সুদৃঢ় হচ্ছে। ইয়েমেনী লেখক **মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ** লিখেছেন- *আল্লাহ আমাদের রক্ষাকর্তা, প্রতিরোধকারী, সাহায্যকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানদাতা হিসাবে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। মুমিনদের জন্য জান্নাত আর কাফিরদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। যদি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্য এই না হত যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশ, তবে কেন একজন মুসলিম নিজেকে দুনিয়াবী ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করছে? এজন্য যদি পৃথিবীর সকল মানুষও কুফরী করে তদুপরি একজন মুমিন প্রাপ্ত সত্যের ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহগ্রস্থ হবে না; তাকে পরিত্যাগ তো দুরের কথা। এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য। তাহলে কেন ঈমানী চেতনানাশক এসব কৌশল অবলম্বন?।* (শুবহাতুল ইনতিখাবাত)

১১. **ইসলামের পথে দাওয়াতদানে বাধাঃ** ইসলামী দাওয়াত আজ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্রের পথে যাত্রার কারণে। ইসলাম আজ শাশ্বত সত্যের প্রতি আহবান না হয়ে একদল মানুষের গোষ্টীগত সম্পদে পরিণত হয়েছে। ইসলামের দিকে দাওয়াত পরিণত হয়েছে নির্দিষ্ট দলের প্রতি স্বার্থলোলুপ দাওয়াতে। ফলশ্রুতিতে ইসলাম তার সেই অকৃত্তিম তেজ হারিয়েছে। আসমানী জীবনব্যবস্থা হিসাবে তার সুমহান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। বিকৃতি ঘটেছে তার ভিতর সদা জাগরুক ও চিরন্তন সেই আবেদনের। একারণে বহু মানুষ ইসলামকে সত্যের দাওয়াত না ভেবে আজ প্রায়শঃই নিজের প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগী ভেবে বসছে।

১২. মুসলিম সমাজে তৈরী হচ্ছে স্থায়ী বিভক্তি। প্রতিদিনই ইসলামের নামে সৃষ্টি হচ্ছে নানা দল যা গণতন্ত্রের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

১৩. সর্বোপরি আমরা বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে ইসলামকে যথার্থরূপকে উপস্থাপন না করে 'ফিনান্স ক্যাপিটাল'-এর প্রভূদের আনুগত্য করে চলেছি। আর আমরাই নাকি পৃথিবীর সর্বোত্তম আদর্শের দিশারী!! - এই অপরাধের কোন ক্ষমা হওয়া উচিৎ?!

করণীয়ঃ

এক্ষণে দেশের ইসলামী দলগুলো যদি সকলে মিলে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য সরকারের কাছে দাবী তুলতো এবং সে লক্ষ্যে সারাদেশে

জনগণকে এর আবশ্যকতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে অনুধাবন করিয়ে একত্রিত করতে পারতো তবে নিশ্চয় করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারত। মনে রাখতে হবে যে, আজকের যুগে ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠাদানে সবচেয়ে বড় বাধা মুসলমানরা নিজেই। আরো বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছেন স্বয়ং আলেম সমাজ। হযরত উমার (রাঃ) যিয়াদ বিন হুদায়রকে বলেন, তুমি কি জান ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে? রাবী বললেন, না। তিনি বললেন, ইসলামকে ধ্বংস করে আলেম সমাজের পদস্খলন, মুনাফিক ব্যক্তির কুরআনের ব্যাপারে বিতর্ক করা এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন। *সুনান দারেমী (আছার ছহীহ)*

➢ এজন্য আমাদের ওলামাদের সবচেয়ে জরুরী হলো-

(১) সম্পূর্ণ ইসলাহের মানসিকতা নিয়ে নিজেদের মধ্যকার ত্রুটিগুলো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে সালেহীনের আচরিত পথের আলোকে বিশুদ্ধভাবে সংশোধন করে নেওয়া। কারণ তাঁদের পথভ্রষ্টতাই সমগ্র জাতির পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত করে তুলছে।

(২) অতঃপর সামগ্রিক দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজে ও শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত রূপরেখা প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস চালানো।

এছাড়া ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল কোন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ নেই। সুযোগ নেই খুচরো ইস্যুভিত্তিক কোন কিছু করার। বরং প্রয়োজন একক লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক, সুসংগঠিত প্রয়াস। যার প্লাবনে সিক্ত হবে মানবতার প্রতিটি ক্ষেত্র। নিঃস্বার্থ, নির্মোহভাবে আলেমসমাজ এ বিষয়টি যত দ্রুত ভাববেন ততই দ্রুত জাতির জন্য মঙ্গলের বার্তা নেমে আসবে। একমাত্র ইসলামই যে পারে এ পৃথিবীর পট-পরিবর্তনে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখতে- এটা আমরা মুসলমানরা বুঝতে ইতস্ততঃ করলেও অমুসলিম বিশ্ব তা জানে। কানাডিয়ান প্রফেসর **থমাস বাকো** (Thomas Butko) বলেন, ..With its historical roots as an ideology of protest and instrument of revolt, Islam has an advantage over other movements and ideologies which seek to radically transform the existing political order. Only Islam is perceived as a legitimate and indigenous option available to those disadvantaged segments that link both their interests and ideas into a concrete agenda for change and an alternative vision of a

better and more just future. *(Article,* ***Unity Through Opposition: Islam as an Instrument of Radical Political Change:*** ***(****Thomas Butko teaches Political Studies at Augustana Faculty, University of Alberta, in Camrose, Alberta, Canada.)* http://www.nawaat.org/

অর্থাৎ 'প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের আদর্শে সমুজ্জ্বল ঐতিহাসিক সূত্রিতা ইসলামকে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকামী অন্যান্য আন্দোলন ও আদর্শসমূহের উপর এক বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত অংশের ব্যাপারে একমাত্র ইসলামেরই রয়েছে আইনানুগ ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনা; যা পরিবর্তনের জন্য একটি সুস্থির লক্ষ্য এবং অদূর ভবিষ্যতে সমাগত কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ ও ধ্যানধারণার ঐকতান সাধন করে।'

মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে তাই ভেসে আসে 'ইন্ডিয়াকে যদি উন্নত করতে হয় তবে দরকার একজন স্বৈরশাসক যিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর মত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।'

জন বার্নার্ড'শ তো ভবিষ্যতবক্তার মত বলেছেন, 'এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে, অচিরেই হোক বা দেরীতে হোক, যখন এ পৃথিবী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এ পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার পরিসমাপ্তির জন্য একমাত্র মাধ্যম হলো, ইসলামের নবীর যথার্থ শিক্ষা ও উদাহরণ অনুসরণ করা।'

নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা যেখানেঃ

পৃথিবীর বুকে সত্য-মিথ্যা যে চিরন্তন লড়াই তা মূলতঃ প্রভাবিত হয়েছে মানুষের মধ্যকার পারস্পারিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। একদল সত্যকে খুঁজে পেয়েছে অদৃশ্যে জগতের প্রতি আস্থা এনে, মহান স্রষ্টার নির্ভূল নির্দেশনাকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে। আরেকদল তাদের স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জগতেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছে। এ দু'শ্রেণী মানবেতিহাসের শুরুকাল থেকেই বিরাজমান। দুদলের (মুশরিক ও মুমিন) মধ্যেই রয়েছে বিশ্বাসের শ্রেণীভেদ (মুনাফিক, ফাসিক, যালিম)। ইসলামের স্বর্ণযুগ শেষ হওয়ার পর আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই ইলাহী আদর্শকে একদিকে কপট, মূর্খ ও অতিযুক্তিবাদী বিশ্বাসীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে মানুষের মাঝে হেদায়েতের প্রকৃত আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে অবিশ্বাসীদের

মাঝে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত পৌছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অদ্যাবধি তাদের কার্যক্রম একই লক্ষে বর্তমান। বাতিলের যাবতীয় হুংকার, প্রলোভন মাড়িয়ে হক্বের পতাকা বুলন্দ রাখার যে মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তা পৃথিবীর শেষ পথভ্রুষ্ট মানুষটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এটাই হাদীছের চিরন্তন ঘোষণা। এক্ষণে এই বস্তুবাদী সভ্যতার যুগে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময়, মনভূলানো সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আশীর্বাদ মনে করে যেসব ইসলামী দল ইসলামকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একটি বিষয় বানিয়ে ফেলেছেন, বাতিলের সাথে আপোষকামীতার মাঝে যারা স্বস্তির নি.শ্বাস ফেলছেন তাদের প্রতি আমাদের বলার কিছু নেই। শুধু এতটুকুই বলা যায়, ওহীয়ে ইলাহিয়াকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র বছর ধরে আন্দোলনকারী জামা'আতের পক্ষে এ জাতীয় আগ্রাসনকে বরণ করে নেওয়ার কোনই অবকাশ নেই। কারণ সমাজকে বাতিলের ঘোর থেকে জাগানোর জন্যই এ আন্দোলন। সমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্যই এ আন্দোলন। বাতিলের শত প্ররোচনা এ আন্দোলনকে বাতিলমূখী করতে পারে না। শত অত্যাচারে নিঃশেষ হয়ে গেলেও বেলালের মত আহাদ আহাদ বলে তারা তাওহীদের বাণী উচ্চারন করেই যাবে। এ প্রজন্ম যদি ব্যর্থ হয়ে যাই তবে পরবর্তী প্রজন্ম সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এভাবে এই যাত্রা অব্যাহত থাকবেই। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই মহান তাৎপর্যকে যেন আমরা ক্ষণিকের জন্যও যেন আমরা ভূলে না যাই। এজন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন لا إلـــه الا الله তথা কালিমা তাইয়েবাকে পুণরায় যথার্থভাবে অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী তাওহীদে ইবাদতের প্রকৃতি আত্মস্থ করা।

আজকের বিশ্বে ইহুদী-খৃষ্টান বা সমস্ত প্রকৃতিবাদী ধর্ম ও আদর্শের নিকট গণতন্ত্র আদর্শস্থানীয় হতেই পারে কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, তারা নিজেদের হাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সংরক্ষিত থাকার পরও তারা পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। আল্লাহ তাদের ধমক দিয়ে বলছেন, **وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومـــن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صــــراط مـــستقيم** (আলে ইমরান ১০১)। 'অর্থাৎ তোমরা কেমন করে কুফরী করতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সরল পথের।' আল্লাহ আমাদের হিদাযেত দিন। আমীন!

পশ্চিমা বিশ্ব আজ যেখানে সদর্পে ঘোষণা করছে যে, মানবতা তার গন্তব্যে পৌছে গেছে। গণতান্ত্রিক ও পুজিবাদী সভ্যতা মানুষের চরম ও পরম অর্জন।

এটাই চিরন্তন। এরপর আর কোন আর্থ-সামাজিক দর্শনের উত্থান সম্ভব নয় (Francis Fukayama's "End of History")।- এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে যেয়ে আমরা যদি উল্টো তাদেরই অনুগামী হয়ে পড়ি তার চেয়ে হতাশাজনক আর কি হতে পারে? আক্বীদা-আমল হারিয়ে দূর্বল মুসলিম সমাজ নিজের স্বাধীনতাকে খুশী মনে অন্যের হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত। যেন এমন যে, 'তুমি যদি তাদের মুকাবিলা করতে না পার তবে তাদের সাথেই যোগ দাও' (If you cannot win them join them)। বলাবাহুল্য এই আদর্শিক দূর্বলতার পরিণামেই আজ মুসলিম বিশ্বের এ দুরবস্থা। এ কারণেই ইসলামের সামষ্টিক রূপটা আজকের বিশ্বে অজ্ঞাত হয়ে পড়ছে। তবে মনে রাখা উচিৎ যে, আমরা যদি ব্যর্থ হই তাতে ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না। আল্লাহ সত্বরই অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন যারা আমাদের মত হবে না।

মাওলানা আকরম খাঁ অনেকদিন আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, *'কোরআনের জীবন্ত জলন্ত ব্যাপক ও শাশ্বত স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বমানবের এই আল্লাহ-প্রদত্ত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া মুছলমান নিজের, এছলামের এবং বিশ্বমানবের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া চলিয়াছে। বর্তমানের সমস্ত স্থবিরতা এবং সমস্ত অধঃপতনের মূল এইখানে।..* ***সাবধান! পশ্চাতে 'ভূতের মায়া কাঁদন, সম্মুখে আলেয়ার জলন্ত মোহ। সাবধান!*** ('মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের সর্বশেষ প্যারা)। আল্লাহ বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠) অর্থাৎ 'আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন -যেন তারা আপনাকে এমন বিষয় থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। তদুপুরি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন আল্লাহ তাদের পাপের কিছু শাস্তি দিতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলী যুগের নীতিমালা কামনা করে? আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম নীতিমালা দানকারী?' *(মায়েদা ৪৯-৫০)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনই হলো মানবতার একমাত্র ঐক্যমঞ্চঃ

ইসলাম মানবতার জন্য মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার পাঠানো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনবিধান। এ জীবন বিধান তৎকালীন আরবের বা

কুরাইশদের জন্য প্রজোযিত কোন বিধান নয়; যেমনটি ধারণা করে পশ্চিমারা ও পাশ্চিমাপন্থীগণ বরং সৃষ্টির লয় অবধি আগত সকল মানুষের জন্য। আর এ বিধান প্রতিপালনের উপরই নির্ভর করছে মানুষের পরকালীন জীবনের প্রতিফল। এটা অবশ্যম্ভাবী যাতে চুল পরিমান সন্দেহের অবকাশ নেই।- যদি আমরা এই চিরন্তন সূত্রের প্রতি আস্থাশীল থাকি তাহলে আজকের পৃথিবীতে চলমান বিভক্তির কোন সুযোগ নেই। না ধর্মীয়, না সামাজিক, না রাজনৈতিক, না জাতিগত, না বর্ণগত, আর না অন্য কোনজাতীয়। অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক যে, মুসলিম জাতি যুগে যুগে ইসলামের প্রতি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্বাস হারিয়েছে। বিকৃত করে ফেলেছে ইসলামের চিরন্তন বার্তাকে। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল যাবৎ স্বয়ং মুসলিমরা জাতিগত, বিশেষত ধর্মীয়ভাবে ব্যাপক আকারে বিভক্ত। আহলেহাদীছ আন্দোলন মানবতার বিভক্তির যাবতীয় উপাদান থেকে বিমুক্ত হওয়ারই আন্দোলন। খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম জাতি যখন থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত হতে শুরু করে তখন থেকে অদ্যাবধি নর্মসূত্রে বা কর্ম-বিশ্বাসসূত্রে এ আন্দোলন চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বে চলমান যাবতীয় বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, নামে-বেনামে এ আন্দোলন চলমান রয়েছে। আবেগ, বিরাগ, মোহ, স্বার্থকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে যখন এ আন্দোলনের উপলক্ষ ও বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে তখন কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, এ আন্দোলনই মানবতার প্রকৃত ঐক্যমঞ্চ। মানবতার মুক্তির প্রকৃত দিশাদানই এ আন্দোলনের একক লক্ষ্য। এখানে কোন আঞ্চলিক, ভৌগলিক, জাতীয়তাবাদী, স্বার্থবাদী সংকীর্ণতার স্থান নেই, রয়েছে কেবল এবং কেবলই শাশ্বত সত্য ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের ঐক্য। আর এ সত্য হরণকারী, এ ঐক্য বিনাশকারী যে কোন শক্তির বিরুদ্ধেই এ আন্দোলনের চিরন্তন জিহাদ। সর্বক্ষেত্রেই মানবতার পক্ষে এর অবস্থান। তাই মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধেও এর অবস্থান চূড়ান্ত সংগ্রামের। আর এটাই হল প্রকৃত ইসলাম যা মানবতার মুক্তিযাত্রার বিশ্বজনীন ও একমাত্র গন্তব্যকেন্দ্র।

উদাত্ত আহ্বানঃ

পরিশেষে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি আমাদের আহবান, আসুন আমরা প্রত্যেকেই দ্বীনে ইসলামের কাছে সার্বিকভাবে আত্মসমার্পন করি। মহান আল্লাহর দাসত্বে সকলে পরস্পরের ভাই ভাইয়ে পরিণত হই। আমাদের চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। প্রতিনিয়ত আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সমকালীন নানাবিধ শয়তানী প্রলোভন আর প্ররোচনা আমাদের সর্বক্ষণ প্রলুব্ধ করছে।

পশ্চিমা আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বে কেবল পোষাকী নয় বরং সামগ্রিক ও খুবই কার্যকর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে (দ্রষ্টব্যঃ ইসলামঃ এ শর্ট হিস্ট্রি, পৃঃ ১৪৬-১৪৭)। আর সেটা এতটাই যার মাত্রা পরিমাপ করার সামর্থ আমাদের খুব কম লোকেরই আছে। কাজেই সেগুলোকে বিষাক্ত কাঁটা মনে করে ধৈর্য ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে অতি সাবধানে আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে তা যত ধীরেই হোক। বিজয়ের মঞ্চ প্রস্তুত করাই আমাদের কাজ বাকিটা আল্লাহর দায়িত্ব। আমরা আল্লাহর কৃত ওয়াদার উপর হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি আল্লাহ প্রদত্ত মহাসত্য আমাদের নিকট বর্তমান। আল্লাহ বলেন, **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ** বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করে দেয়; অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয় *(আম্বিয়া ১৮)*।

এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হলো প্রথমতঃ দৃঢ় পদক্ষেপে সত্যের রাজপথকে শক্তভাবে অটুট থাকা; দ্বিতীয়তঃ পথভোলা মানুষকে সত্যের রাজপথে ফিরিয়ে আনা। এজন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ নিজেকে দ্বীন তথা কিতাব ও সুন্নতের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলা; **হাসানুল বান্না** বলেন, *'ইসলামী রাষ্ট্রকে তুমি সর্বপ্রথম নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর, তাহলে তোমাদের ভূখন্ডে তা এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে'।* দ্বিতীয়তঃ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবসমাজকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এই শাশ্বত সত্যের দিকে নিরন্তর আহবান জানানো। শায়খ **আলবানী** এই তৎপরতাকে **التصفية والتربية** তথা 'আক্বীদা বিশুদ্ধকরণ এবং সেমতে মানুষকে পরিশোধন ও তার বাস্তব অনুশীলন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সার্বক্ষণিক আমাদের শিরক ও বিদ'আত থেকে বেচে থাকতে হবে সেটি ধর্মীয় ক্ষেত্রে হোক আর সামাজিক ক্ষেত্রে হোক। মূলতঃ এ ব্যতিত আর কোন দায়িত্ব আমাদের নেই। আপোষহীনভাবে একক লক্ষ্যে অবিচল থেকে সর্বপ্রথম নিজের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে পর্যায়ক্রমে নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বত্র তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে। এ পথে যাবতীয় বাধাকে বিপুল সাহস ও জ্ঞানের সাথে মুকাবিলা করতে হবে। এভাবে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহত্তর পরিসরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে উঠবে ইনশাআল্লাহ। কখনই কোন বাতিল পথ ও পদ্ধতিতে নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, **قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** 'আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী স্থির করব? যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; যিনি সকলকে খাদ্য

প্রদান করেন অথচ তাকে আহার্য দিতে হয় না। আপনি বলে দিন, আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, আমিই যেন সর্বপ্রথম আত্মসমার্পন করি। আপনি কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনি বলে দিন যে, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই। কেননা আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় পাই *(আন'আম-১৪)* ।

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّـــالمينَ ..' (আমি নির্দেশিত হয়েছি যে) আমি যেন সত্য দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ হই এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আহবান করো না যা তোমার কোন উপকার করে না ক্ষতিও করে না। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমিও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(ইউনুস- ১০৪, ১০৫,১০৬)*।'

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْــهِ تُرْجَعُــونَ (٨٨) 'কাফেররা যেন আপনাকে আপনার প্রতি নাযিল হওয়া আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে বিমূখ না করে। আপনি মানুষকে আহবান করুন আপনার প্রভুর দিকে। আর আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল তার সত্ত্বা ছাড়া। বিধান তাঁরই, তোমাদেরকে তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে *(কাছাছ- ৮৭,৮৮)*।

সুপ্রিয় মানবতার সূর্যসারথীগণ! সারা দুনিয়া আজ ইসলামের সত্যিকার পুনরুত্থানের অপেক্ষায় অধীর নয়নে চেয়ে আছে, হেদায়েতে আলোর প্রত্যাশায় মানবতার বুভুক্ষ অন্তর গূমরে কাঁদছে। আসুন আমরা প্রত্যেকে আমাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করে বিশ্ব মানবতার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। শয়তানের সৃষ্ট অশান্তিময় জগৎকে মহান স্রষ্টার শান্তিময় যমীনে পরিণত করি। আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় যাবতীয় মিথ্যার আধার কালোমেঘ সত্যসূর্যের তীব্র ঝলকানিতে তিরোহিত হোক। অন্যায়ের তখতে তাউস ন্যায়দন্ডের বজ্র হুংকারে ভূলুণ্ঠিত হউক। এই হোক আমাদের সকলের আন্তরিক সংকল্প। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!